ঝড়

ব্রজকুমার সরকার

কালরাতে কী ভীষণ ঝড়।
ইলেকট্রিক তারের উপর আছড়ে পড়ে
ভারী মেঘ; আলোর ফুলকি ছড়িয়ে পড়ে প্রবল ঘর্ষণে।
দেবদারুর দীর্ঘ মাথা বারবার নুয়ে পড়ে
তীব্র হাওয়ায়।

আমি ঘন অন্ধকারে শুনি মেঘেদের ষড়,
সম্ভাবনার স্বরলিপি।

জলস্রোত নামতে নামতে গাছের শিকণ
ছাড়িয়ে বহুদূর...

ভড় থেমে গ্যাছে বহুক্ষণ।
মুহূর্মুহু ঢেকে যাচ্ছে ভেজা চাঁদ
রাত্রির বিনিদ্র টিপ থেকে গলে পড়ে
স্পর্শাতীত মেঘ।

ভেঙে গেছে সোনালী পেয়ালা

শিপ্রা মুখোপাধ্যায়

বন্ধু শত্রু হয়ে যায়। তুলে নেয় কালো পিস্তল
কাছ থেকে গুলি করে ভ্রূ মধ্যে, হৃদয়ে, পাঁজরে ভালবাসা
চেয়ে বিনা অপরাথে আবার নিহত
কোথায় লুকাবো বলো আদিগন্ত এই হাহাকার?

দিগন্ত কোথায় এই নাতিদীর্ঘ শরীরী আদলে
সব ক্ষেত ভরে আছে ক্ষুদ্র তুচ্ছ অভাবের বোধে
বন্ধুতার ভিক্ষাপাত্র ভরে ওঠে ব্যথা অপমানে
অসাবধানে ভেঙে গেছে প্রীতিভরা সোনালী পেয়ালা।

ডাকনামে লেখা বলে ফিরে গেল অনুরাগ - চিঠি
হা হা-করে ছুটে আসে বৈশাখের তপ্তবাতাস
বন্ধু ঘুমিয়ে থাকে ভাতগুমে সীতলপাটিতে
নিজেই পাহারা দিই রক্তাক্ত নিজ মৃতদেহ।

সিঁড়ি

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

মানুষটা উঁচুতে উঠছে। উঠতে উঠতে একদিন
চাঁদে যাবে মনে হয়,
চাঁদে তার বসতি বানাবে

আপাতত থমকে আছে আঠারোতলায়।

আঠারোতলায় উঠতে আমাদেরও
ভারি ইচ্ছে ছিল। ওপরে ওঠার সিঁড়ি
খুঁজতে গিয়ে দেখি, সেটা নিম্নমুখী।
সিঁড়িটার মুখে অন্ধকার।

অন্ধকারে ঝিকিমিকি, ইংরেজী বাজনা বাজে,
সারাক্ষণ ভিন্ন দেশী সঙ্গীতের সুর,
কালো কালো বেড়ালের চোখ জ্বলে নেভে।

ওপরে ওঠার এই নিম্নমুখী সিঁড়ি দেখে
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি দিশেহারা।